পূরবী ফিল্মস্ প্রযোজিত

হারায়ে খুঁজি

দীনেশ চিত্রম্ পরিবেশিত

পূরবী ফিল্মস এর প্রথম প্রয়াস

হারায়ে খুঁজি

পরিচালনা : **স্বদেশ সরকার।**

চিত্রনাট্য :
কুণাল মুখোপাধ্যায়।

সংগীত :
অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনী : সুভাষ চক্রবর্তী
চিত্রগ্রহণ : মনীশ দাশগুপ্ত
সম্পাদনা : কালীপ্রসাদ রায়
শিল্পনির্দ্দেশনা : সঞ্জিত সেন
দৃশ্যপট ও সহঃশিল্প : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য
নৃত্য-পরিকল্পনা : নৃত্যরাজ হীরালাল
শব্দগ্রহণ : জে, ডি; ইরাণী, অতুল চট্টোপাধ্যায়
সংগীত-আবহসংগীত গ্রহণ ও
শব্দপুনর্যোজনা : সন্তোন চট্টোপাধ্যায়
॥ টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে সংগীত ও
আবহসংগীত গৃহীত ॥
ব্যবস্থাপক : প্রণব ধর, পুলিন সামন্ত
সাজসজ্জা : বরেণ দত্ত

তত্ত্বাবধায়ক সম্পাদক : রমেশ যোশী
প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ মিত্র
কর্মসচিব : দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপ সজ্জা : দুর্গা চট্টোপধ্যায়
গীতিকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
নেপথ্য কণ্ঠে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল
আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত
সবিতা চৌধুরী
প্রধান সহকারী পরিচালনায় : অমিয় সান্যাল
চিত্রগ্রহণে : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগীতে : গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা
পরিচয়লিখন : দিগেন ষ্টুডিও

॥ ইন্দ্রপুরী, ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ এবং ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং পি, আর, প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ পরিচালিত ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত ॥

রসায়ণাগারাধ্যক্ষ : ধীরেন দাশগুপ্ত

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ চিত্রগ্রহণ : শংকর গুহ, কেষ্ট দাস ॥ সম্পাদনা : দেব কুমার বড়ুয়া ॥ শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ, বলরাম বারুই, রথীন ঘোষ, মাণিক ॥ ব্যবস্থাপনায় শংকর দাস, পরেশ ভট্টাচার্য্য, রূপসজ্জায় : পাঁচু দাস ॥ রসায়নাগারে : জ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল দাস, বাদল দাস ॥ কারিগর বসু ॥ প্রচারে : শান্তি দাশগুপ্ত ॥ আলোকনিয়ন্ত্রনে ॥ হেমন্ত দাস, শম্ভু ব্যানার্জী, নারায়ণ চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন দাস।

: কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

বুক হাউস, ইউনাইটেড ইনফরমেশন সার্ভিস, হাটারী, সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয় (শ্যামবাজার) মেরিন ক্লাব, ডক লেবার বোর্ড হসপিটাল, খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন, ডাঃ বি, এন, ব্যানার্জী (ডোমচাঁচ, কোডারমা) লেঃ কর্ণেল আর, এন, দত্ত (ডোমচাঁচ, কোডারমা) সিদ্ধেশ্বর ঘোষ (ঐ) গোবিন্দ সরকার (ঐ) শ্রীমতি জয়াবতী ঘোষ (ঐ), শ্রীঅজয় আগরওয়াল (ক্রিশ্চান মাইকা মাইনস্, কোডরমা ডোমচাঁচ) নিখিল সেনগুপ্ত, রাজীব দত্ত, প্রীতিশ দে, সরোজ দে, জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, চুণী বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঃ সুকোমল সেন, সাধন শ্যাম।

বিশ্ব-পরিবেশক : **দীনেশ চিত্রম্।**

কাহিনী

মাইকা মাইনসের ইঞ্জিনিয়ার অসীম লাহিড়ী সভ্যতার জগৎ থেকে পালিয়ে শান্ত পাহাড়ী এলাকায় কোম্পানীর কাজ নিয়ে এসেছে। কাজের শেষে আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে তাদের নাচে গানে এবং অনুষ্ঠানে। এখানেই পরিচয় তার এক সহজ সরল সাঁওতালী মেয়ে বিরলীর সাথে। বিরলী তার এই সাহেবকে ভীষণ ভালবাসে—বাসে অন্তর দিয়ে। মত্ত অবস্থায় একদিন বিরলীর কাছে নিজের ফেলে আশা ইতিবৃত্ত বলতে সুরু করে অসীম……

কলকাতার কোন এক নামী কলেজের একজন নম্র, বিনীত স্বভাবের শিক্ষয়িত্রী শোভনা, এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে অসীমের সাথে তার পরিচয়। ক্রমে তাদের রোমান্স এবং ঘর বাঁধার স্বপ্ন। তাদের বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দেন শোভনার বাবা। সবই তো ঠিক ছিল, তবু শোভনা-অসীমের বিয়ে হলোনা তাহলে কী নিয়ে বেঁচে থাকবে শোভনা? শোভনার ছোট বোন রোচনা—দিদির ঠিক উল্টো স্বভাবের। টমবয়িস্ এটিটিউড, এককথায় যাকে বলে দস্যি দামাল মেয়ে। সেও অসীমকে গোপনে ভালবাসে। অসীম সেটা জানতোনা—কিন্তু জানলো শোভনা, ক্ষুব্ধ জেদী এবং বেপরোয়া ছোট বোনের এ অপ্রত্যাশিত দাবীতে বিস্মিত মর্মাহত এবং অপমানিত শোভনা নীরবেই পথ ছেড়ে সরে দাড়ালো। অনুরোধ করলো অসীমকে, তার ভালবাসার মর্য্যাদা দিয়ে রোচনাকে বিয়ে করতে।

শোভনার অনুরোধকে কিছুতেই প্রত্যাখান করতে পারেনি অসীম—তাকে বিয়ে করতে হলো রোচনাকে

বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকটা সুখেই কেটেছিল রোচনার। কিন্তু রোচনার ধারণা অসীম তাকে দয়া করে বিয়ে করেছে, দিদির সঙ্গে গোপন প্রেমটা তার রয়েছেই। ভুল বোঝা তাই চরমে উঠলো, বিপর্যয় আরও কিছু তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ভেঙ্গে পড়লো রোচনা যখন জানতে পারলো সে আর কোন দিনই 'মা' হতে পারবে না। কিন্তু কেন … … ? ? ?

: অভিনয়ে :

দীপংকর, সোমা

অসিতবরণ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, (অতিথি) শিপ্রা মিত্র, কবিতা সরকার, শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী, চিত্রা সেন, অঞ্জনা চ্যাটার্জী, মালা দাস, সীমা রায়, প্রীতিকণা পাল, প্রতিমা পাল, ধীরাজ দাস, অশোক মিত্র, প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জী, ভোলা বসু, পি, কে, রমাপ্রসাদ বণিক, অসিত মুখোপাধ্যায়, জীবন গুহ, কালিপদ চক্রবর্তী, অরূপ সেন, চিন্ময়, ফকীর দাস, পুলিন, দিলীপ, প্রফুল্ল, সিদ্ধেশ্বর, মনোজ, সূর্য্য, ডাঃ বি, এন, ব্যানার্জী (অতিথি), টী, এম, দত্ত (অতিথি), মণি সিং, হরিদাস রায়, বিপ্লব চ্যাটার্জী এবং

মাধবী মুখোপাধ্যায়।

সংগীত

(১)

মুংরী— ছায়লা ছাপিলা ডিংডাঙ্গুয়া
লায়লা রঙিলা ধিতাংধুয়া
বিরলী—এ…হে…হে…হে-হে-হে
মুংরী— ও রাত বিরেতের বাঁশীরে
গলায় পরাক ফাঁসিরে
তবুও ভাল বাসিরে
মন্দ আমায় বলে বলুক লোকে।
ওই জাত খোয়ানো মাদলে
ঝুমুর ঝুমুর পা দোলে
সঙ্গে যদি গা দোলে
দেখবো তাকে বেহুঁস বেহুঁস চোখে।
বিরলী—নারে না………নারে না
সুন্দর পোড়া রূপ তোর
শুধুই জ্বলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়
তখন অন্তর পায় মন্তর
তখন ভালোবাসায় যা হয় তাই হয়
মুংরী— না না না—নারে না…মানিনা
ও সব কথা মানিনা কাল কী
হবে জানিনা
আজকে ছাড়া ভাবিনা দুষ্টু আমি
হবই নেশার ঝোঁকে
বিরলী—নারে না… … নারে না
চাই মন শুধু যৌবন সে তো রাঙ্গা
পলাশ ফুলের রং চং
সোহাগ ঝরলেই মধু ভরলেই
মাথার খোঁপার পাতে ঝরে সেই রং
মুংরী—না-রেনা—মানিনা—ও রাত
বিরেতের বাঁশী
বিরলী—গলায় পরায় ফাঁসি
মুংরী— পরাক গলায় ফাঁসি—তবুও ভালবাসি
বিরলী—যা যা যা যা ভালবাসগে যা-বাসগে যা
মরগে যা মরগে যা-মরগে যা।

(২)

ঝণননন—তনতন-বাজেরে মন বাজে রে
বাজে—রি নি ঝি নি ভাবি-চিনি-চিনি
কী-যেন শুনে৷
লাল নীল ছবি আঁকা বন ময়ূরের পাখা
কোথা থেকে পেয়ে মন সাজে সাজে সাজেরে
তা থৈ তা থৈ বোলে যতই এগান দোলে
ততই চোখের কোলে রং লেগে যায়
কী হলো কে জানে কী দেখি এখানে
যেখানেই চোখ যায় দৃষ্টি সে রং পায়
কিছু খুশী আর কিছু লাজে রে।
শাওন আঙ্গন ভরে নতুন ধারায় ঝরে
আমায় পাগল করে যায় ছুঁয়ে যায়
এ কেমন বরষা এলো যে সহসা
মন কেন ছুটি চায় কোনখানে ছুটে যায়
লাগে না তো আর কোন কাজেরে।

(৩)

ফুলে ফুলে বঁধু দুলে দুলে অলি বাজায় সানাই
বলো না নীরব কেন তুমি শুধু একাই
চাঁদমালা পরে নদী সেজেছে ওই
সে চাঁদের আরতির কবিতা কই
লগন এসে কি গো যাবে বৃথাই
রাত জেগে জেগে পাখী শোনালো গান
সে গানে সাড়া কেন দিলনা প্রাণ
এ রাত পাবো কি গো যদি হারাই।

(৪)

টুং টাং পিয়ানোয় সারাটি দুপুর
কচি কচি দুটি হাত তুলবে যে সুর
মাথা নেড়ে বুড়োবুড়ি শুনবে যে গান
হুপ হুপ্ লাফাবে যে বেঁটে হনুমান
সিপাহীকা ঘোড়া হোক যতই কালো
বাপকা বেটার হাতে ছুটবে ভালো
টগবগ্ টগবগ্ টগবগ্ টগবগ্ টগবগ্
দম দেওয়া গাড়ীতে আরো তাড়াতাড়িতে
আমাদের দিনগুলো পাবে আরো প্রাণ
এই যাবে বোম্বাই, এই যাবে দমদম...উ
জেট প্লেন এ ঘরেই উড়ে যাবে হরদম
হ্যাট কোট স্যুট পরা ইঞ্জিনিয়ার
অনেক সেলাম পাবে বাবু বেয়ারার
কাজ কাজ করে তার যাবে সব রোববার
এমনি ভীষণ হবে অফিসের টান।

(৫)

সে ভাবে সবুজ পাথর আমি ভাবি পান্না
সে বলে ভালবাসা আমি বলি কান্না
তার কাছে মন দেওয়া শুধুই মনের অপচয়
আমার কাছে মন পাওয়া বড় সুখের সঞ্চয়
সে দেখে কূলের ভাঙন আমি দেখি বন্যা
তার কথা রূপকথা রঙে রঙে একাকার
আমার কথা সুরভরা বহু স্মৃতির হাহাকার
সে মাতে ঝড়ের খেলায় আমি ভাঙি পাখনা।

আমাদের পরবর্ত্তী আকর্ষণ

সিনাকা ফিল্মস
নিবেদিত

সেলাম মেম সাহেব

পরিচালনা • মৃণাল গুহঠাকুরতা
সংগীত • অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রেষ্ঠাংশে
দীপংকর • সোমা • জুঁই • সমিত
উৎপল দত্ত ও রবি ঘোষ
॥ দ্রুত সমাপ্তির পথে ॥

দ্রুত প্রস্তুতির পথে
দীনেশ দে নিবেদিত
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

হারানের নাতজামাই

চিত্রনাট্য ও
পরিচালনা অগ্রগামী